

মিশিগানে বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার খুন

মিশিগান থেকে এনা : কৃষ্ণাঙ্গ দুর্বৃত্তের ধারালো রাম দায়ের উপর্যুপরি কোপে খুন হলেন ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মাসুদজ্জামান (৪৯)। মিশিগান স্টেটের ডেট্রয়েটে বাংলাদেশী অধ্যুষিত হ্যামট্রমিক সিটির একটি লব্ধিতে কর্মরত অবস্থায় ১৬ নভেম্বর রাতে এহেন আক্রমণে মারাত্মকভাবে আহত ইঞ্জিনিয়ার মাসুদকে নিকটস্থ সাইনাইগ্রেস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে ৯০ ঘণ্টা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ার পর ২০ নভেম্বর সোমবার বিকেল ৪টায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। টাঙ্গাইলের সন্তান মাসুদজ্জামান বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাসের পর ইমিগ্র্যান্ট হয়ে কানাডায় এসেছিলেন। কানাডায় এমএস করে এক বছর আগে পিএইচডি করার জন্য সপরিবারে এসেছিলেন মিশিগানে। পিএইচডি করছিলেন ওয়েনস্ট্রীট ইউনিভার্সিটিতে। লেখাপড়ার ফাঁকে খণ্ডকালীন কাজ করতেন আফ্রিকান-আমেরিকান মালিকানাধীন লব্ধিতে। মালিক হচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার। রাত ১১টায় কাজ শেষ হবার কথা। তার ঠিক ৪০-৪৫ মিনিট আগে নির্জন লব্ধিতে এক কৃষ্ণাঙ্গ রামদা নিয়ে দুকেই ইঞ্জিনিয়ার মাসুদের মাথায় কোপ দিতে থাকে। কিছু বুঝে উঠার আগেই মাথা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হবার পর মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। এ সময় আশপাশের কেউ ফোন করে পুলিশকে। এ্যাম্বুলেন্সসহ পুলিশ এসে তাকে মারাত্মক আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়। হাসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। ইঞ্জিনিয়ার মাসুদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আবু তাইয়ুব এসব তথ্য জানিয়েছেন বার্তা সংস্থা এনাকে। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে তিনি টরন্টো থেকে ছুটে এসেছেন মিশিগানে।

ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ ১১ বছর বয়েসী কন্যা, সাড়ে ৩ বছর বয়েসী পুত্র এবং স্ত্রী ডাঃ রুবিনা ইয়াসমীনকে রেখে গেছেন। তারা সকলেই মিশিগানে বাস করছিলেন। তার নামাজে জানাযা ২৪ নভেম্বর শুক্রবার বাদ জুমা হ্যামট্রমিক নূর মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর বৃটিশ ওয়ারওয়েজযোগে লাশটি প্রেরণ করা হবে ঢাকায়। দাফন করা হবে আজিমপুর গোরস্থানে।

ইঞ্জিনিয়ার মাসুদের খুনের ঘটনায় কম্যুনিটিতে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ওয়েস্ট সাউড হিসেবে পরিচিত এলাকায় তিনি কেন টার্গেট হলেন সে নিয়েও জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। এছাড়া তিনি এতই নিরীহ ছিলেন যে, তার কোন শত্রু থাকতে পারে বলে কেউ বিশ্বাসই করেন না। তাকে গুরুতরভাবে আহত করার পর দুর্বৃত্তটি তার পকেট থেকে ওয়ালেট নিয়ে গেছে। গত ২/৩ বছরে এ এলাকায় এ নিয়ে দুই বাংলাদেশী খুন হলেন কৃষ্ণাঙ্গ দুর্বৃত্তের হাতে। আরেকজন ট্যাক্সি ড্রাইভার আহত হয়ে ৬ মাস হাসপাতালে ছিলেন।

২১ নভেম্বর পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ খুনের সাথে জড়িত দুর্বৃত্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। লব্ধির ভিডিও ক্যামেরাটি নষ্ট হওয়ায় দুর্বৃত্তকে শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না বলেও জানা গেছে। আরো জানা গেছে, তিনি যে এলাকায় কাজ করতেন সেটির ৯৯% অধিবাসী হলেন কৃষ্ণাঙ্গ। সাম্প্রতিক সময়ে একইভাবে আরো দু'টি খুনের ঘটনা সে এলাকায় ঘটেছে বলে জানা গেছে।